স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি করা সামগ্রী বিক্রি হবে মলে

এই সময়: পঞ্চায়েত ভোটের আগে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে অভিনব পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে তাঁদের উৎপাদিত জিনিসপত্র বিপণনে বড় কর্পোরেট সংস্থাগুলির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছে পঞ্চায়েত দপ্তর। এদের মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জিনিসপত্র আগামী দিনে বড় শপিং মলে বিক্রি হবে। নতুন বাজার তৈরি হলে আরও বেশি করে লাভের মুখ দেখবে গোষ্ঠীগুলি। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতির ভিতও মজবুত হবে বলে মনে করছেন সরকারি কর্তারা।

রাজ্যজুড়ে তৈরি হয়েছে অসংখ্য মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী। মাছ, মাংস, ডিম, সব্জি, জ্যাম, আচার, ফল, ঘি, মধু, চাল, মুড়ি, থেকে জামাকাপড়, নানা ধরনের জিনিস উৎপাদন করে থাকে তারা। এ জন্য সরকারের তরফে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের। তাঁরা যাতে ব্যবসা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেন, সে জন্য আর্থিক অনুদানও দেয় সরকার। ব্যবস্থা করে ব্যাঙ্ক ঋণের। শুধু পঞ্চায়েত দপ্তরের অধীনে প্রায় সাড়ে তিন হাজার গোষ্ঠী রয়েছে। যাদের মোট সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার। এদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে গত সেপ্টেম্বরে 'মৃত্তিকা' নামে একটি ব্র্যান্ড চালু করে পঞ্চায়েত দপ্তর। যার নামকরণ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরই।

দপ্তরের আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, তন্তুজ, বিশ্ববাংলা-র মতো মৃত্তিকা ব্র্যান্ডও কয়েক মাসেই বাজারে ভালো সাড়া ফেলেছে। ইতিমধ্যে প্রায় ১৫ কোটি টাকার ব্যবসা করে ফেলেছে তারা। সেটিকেই সম্প্রসারিত করতে বড় বেসরকারি বিপণন সংস্থার সঙ্গে হাত মেলাতে চাইছে রাজ্য। যার প্রাক প্রস্তুতি হিসেবে বিভিন্ন বিপণন সংস্থার কর্তাদের সামনে মৃত্তিকা ব্র্যান্ডকে তুলে ধরতে বুধবার সল্টেলেকের একটি হোটেলে আলোচনা-চক্রের আয়োজন করে পঞ্চায়েত দপ্তরের অধীনস্থ সিএডিসি (দ্য কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন)।

সিএডিসি-র দায়িত্বপ্রাপ্ত পঞ্চায়েত দপ্তরের বিশেষ আধিকারিক সৌম্যজিৎ দাস 'এই সময়'কে বলেন, 'রাজ্যের ৩৫০০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী প্রায় ১৪৪ ধরনের জিনিসপত্র তৈরি করে। দ্রব্যের গুণগত মান যাতে ঠিক থাকে, সে জন্য বাঁকুড়ার সোনামুখীতে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র গড়া হয়েছে। এর ফলে মান উন্নততর হয়েছে। চাহিদাও বাড়ছে। সেটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতেই রিটেল চেনে যুক্ত করা হবে। এতে বিক্রি বাড়বে। গ্রামের ছোট কৃষকরা উৎপাদিত ফসলের যথাযথ দাম পাবেন।'